মামলাজটমুক্ত হতে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির বিকল্প নেই-আইনমন্ত্রী

আদালত প্রতিবেদক

বর্তমানে বাংলাদেশে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ৩০ লাখ সাত হাজার ৮৬০টি। প্রতি বছর মামলা দায়েরের সংখ্যা নিষ্পত্তির চেয়ে অন্তত কয়েক লাখ বেশি। আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি করতে কমপক্ষে ৩-৪ বছর সময় লেগে যায়। তাই মামলাজটের কবল থেকে বিচার ব্যবস্থাকে মুক্ত করতে সরকার বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির (এডিআর) ব্যবস্থা করেছে। মামলাজট নিরসনে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসকে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির কেন্দ্রস্থল হিসেবে কাজে লাগাতে বলে মন্তব্য করেছেন আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক। চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে বৃহস্পতিবার (৪ ফেব্রুয়ারি) জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি আয়োজিত 'সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমের মানোন্নয়নে ডিজিটাল অগ্রযাত্রা' শীর্ষক সেমিনারেও প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন আইনমন্ত্রী। আইনমন্ত্রী বলেন,পরীক্ষামূলকভাবে (পাইলট) জেলাভিত্তিক ডিজিটাল ডেটাবেইস নেটওয়ার্কিং সিস্টেম চালু হতে যাচ্ছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, এতে প্রতিটি জেলার সরকারি আইনি সেবার তথ্যসমূহ সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাবে। একজন লিগ্যাল এইড বিচারপ্রার্থী তাঁর লিগ্যাল এইড মামলার কী অবস্থা ও পরবর্তী তারিখ কবে, সে তথ্য ঘরে বসেই তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে জানতে পারবেন। এ প্রকল্পের মাধ্যমে একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ন্যাশনাল হেল্পলাইন প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এর ফলে দেশের মানুষ যেকোনো প্রান্ত থেকে বিনা মূল্যে কল করে আইনি পরামর্শ নিতে পারবেন এবং কোথায় গেলে আইনি সেবা পাবেন, এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাবেন। জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি চট্টগ্রামের চেয়ারম্যান ও জেলা ও দায়রা জজ মো. নূরুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ভূমি প্রতিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু সালেহ শেখ মো. জহিরুল হক, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার প্রকল্প পরিচালক মালিক আবদুল্লাহ্ আল-আমিন, চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক মেজবাহ উদ্দিন, সিনিয়র সহকারি জজ মুজাহিদুর রহমান, চট্টগ্রামের ৭০জন বিজ্ঞ বিচারক, ডিল্যাক সদস্য, জেলা পুলিশ, মেট্রোপলিটন পুলিশ, সিভিল সার্জন, সাংবাদিক, লিগ্যাল এইড এডিআর সুফল ভোগকারী ক্লায়েন্ট সহ প্রায় ১৫০জন অংশগ্রহণার্থী। সেমিনারে মাল্টিমিডিয়া প্রেজেনটেশন এর মাধ্যমে উক্ত কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করেন জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার সহকারী পরিচালক (মনিটরিং) জনাব মাসুদা ইয়াছমিন। প্রমুখ।